কালের কণ্ঠ

তারিখ 22 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের কুঠই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

শিক্ষকহীন বিদ্যালয়!

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ▷

বিদ্যালয়টিতে ক্লাস করান তিনজন শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন 'ভাড়াটে' শিক্ষক। অন্যজন আরেকটি বিদ্যালয় থেকে সংযুক্তি (ডেপুটেশন) হিসেবে আসা। অর্থাৎ বিদ্যালয়টির জন্য নির্ধারিত কোনো শিক্ষক নেই! প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীর এ বিদ্যালয়ে এমন অবস্থা চলছে মাসের পর মাস। অথচ বিদ্যালয়টিতে চারজন শিক্ষকের কোটা রয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার ভলাকুট ইউনিয়নের কুঠই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র এটি। শিক্ষক না থাকায় প্রায় এক মাস বিদ্যালয়টিতে কোনো ক্লাসই হয়নি। প্রত্যন্ত অঞ্চল কুঠই গ্রামের প্রায় ১০ হাজার বাসিন্দার একমাত্র বিদ্যালয় এটি। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ২৭ বছরে এমন অবস্থা আর কখনো হয়নি বলে ক্ষোভের সঙ্গেই জানায় গ্রামের লোকজন।

কুঠই গ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর থেকে ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে। বৃষ্টির কারণে কয়েক কিলোমিটার কাঁচা সড়ক কর্দমাক্ত হয়ে থাকায় একাধিকবার অটোরিকশা থেকে নেমে হেঁটে চলতে হয়। কখনো কখনো ঠেলতে হয় অটোরিকশা। বর্ষায় অবশ্য নৌকা এ অঞ্চলের প্রধান যান।

কুঠই বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। হালে সরকারি ঘোষণায় এটি কুঠই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বিদ্যালয়ে বর্তমানে জরাজীর্ণ ভবনটিতে চারটি কক্ষ রয়েছে। এর তিনটিতে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়া হয়। ছোট একটি কক্ষ প্রধান শিক্ষকসহ অন্যদের ব্যবহারের জন্য। ভলাকুট সদর থেকে ঢুকতে কয়েক কিলোমিটার কাঁচাপথ এসে একটি খাল পেরিয়েই বিদ্যালয়ের অবস্থান। কুঠই গ্রামটি প্রায় শতভাগ হিন্দু অধ্যুষিত।

গত শনিবার সকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে চলছে রমজানের ছুটি। সাংবাদিক এসেছেন জেনে জড়ো হয় বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির একাধিক সদস্য, 'ভাড়া' দুই শিক্ষক ও এলাকার লোকজন। তাদের প্রত্যেকের কণ্ঠেই ক্ষোভ ঝরেছে বিদ্যালয়ে শিক্ষক না থাকা ও এর ভবনের বর্তমান বেহাল অবস্থা নিয়ে।

কথা হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মহেশ্বর সরকার, পল্লব সরকার, বন্যা চৌধুরী, রিপন ভৌমিকসহ কয়েকজনের সঙ্গে। তারা বলে, 'আমডার ইস্কুলে স্যার কম। চেয়ারম্যান দুইজন স্যার দিছে। স্যার কম দেইক্কা ইস্কুলে ঠিকভাবে ক্লাস অয় না। খেইলপ্পা টেইপ্পা আমডা সম পার করি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক ছিলেন। কাছাকাছি সময়ে তিনজন অবসরে গেছেন। সাবিত্রী সরকার নামের যে শিক্ষক আছেন, তিনি বিদ্যালয়ে আসছেন না বেশ কয়েক মাস। এ অবস্থায় মাসখানেক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা বন্ধ থাকে। এরই মধ্যে

নাসিরনগর

অন্য একটি বিদ্যালয় থেকে সরুফা বেগম নামের একজন শিক্ষককে এখানে ডেপুটেশনে দেওয়া হয়। পরে সাবিত্রী সরকার তাঁর 'বদলে' লিপি সরকার নামের একজনকে ক্লাস করানোর দায়িত্ব দেন। বিষয়টি নজরে আসার পর ভলাকুট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বাকী বিল্লাহ জুয়েল এলাকাবাসীকে আরেকজন শিক্ষক জোগাড় করতে বলেন। বর্তমানে লিপি সরকার ও রাধাকৃষ্ণ সরকার নামের দুই 'ভাড়া' শিক্ষককে মাসে দুই হাজার করে দেওয়া হচ্ছে।

লিপি সরকার ও রাধাকৃষ্ণ সরকার বলেন, 'সরকারিভাবে শিক্ষক না থাকায় আমাদের ক্লাস করাতে বলা হয়েছে। আমরা সাধ্যমতো ক্লাস করানোর চেষ্টা করি। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে পড়ালেখা ব্যাহত হচ্ছে। একজন শিক্ষককে অফিশিয়াল দায়িত্ব পালন করতে হয়। যে কারণে ঠিকমতো ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।'

বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য ও সাবেক শিক্ষক দ্বিজেন্দ্র লাল সরকার বলেন, 'স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় ৩৩ শতাংশ জায়গা দিয়েছি। গত ১৩ ফেব্রুয়ারিতে অবসরে যাই। এখন শিক্ষক সংকট থাকায় মাঝেমধ্যে নিজেই এসে ক্লাস করাই। বিদ্যালয়টির বর্তমান অবস্থা দেখলে খুব খারাপ লাগে।'

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সহসভাপতি প্রফুল্ল চৌধুরী বলেন, 'ছয়-সাত মাস হলো বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত কোনো শিক্ষক নেই। আমরা বিভিন্ন জায়গায় বললেও কোনো কাজ হয়নি। অথচ গ্রামের শত শত শিক্ষার্থীর স্কুল এটি।'

কুঠই গ্রামের বাসিন্দা নারায়ণ মল্লিক, কবিতা রানী, সমরেন্দ্র সরকার, নারায়ণ চন্দ্র শীলসহ অনেকে বলেন, 'বর্তমান এ যুগেও আমরা বড় দুর্ভাগা। গ্রামটিতে নেই বিদ্যুৎ। নেই কোনো যাতায়াত ব্যবস্থা। তার ওপর একমাত্র বিদ্যালয়ের এমন হালের কারণে আমরা আরো পিছিয়ে পড়ছি। বিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের জন্য আমরা জোর দাবি জানাই।'

ভলাকুট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বাকী বিল্লাহ জুয়েল বলেন, 'একটি বিদ্যালয়ের এমন চিত্র কোনোভাবেই কাম্য নেই। একে তো শিক্ষক নেই, তার ওপর বিদ্যালয় ভবনের যে অবস্থা তাতে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাসতিনেক আগে নির্বাচনী প্রচারণা করতে এসে বিদ্যালয়টির এ অবস্থার কথা জানতে পারি। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এ অবস্থায় আমি প্রতি মাসে দুজন শিক্ষককে ব্যক্তিগত খাত থেকে দুই হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছি। বিদ্যালয়টিতে দ্রুত একাধিক শিক্ষক দেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।'

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. হেমায়েতুল ফারুক ভূঁইয়া বলেন, বিদ্যালয়ে কর্মরত চার শিক্ষকের মধ্যে তিনজন কাছাকাছি সময়ে অবসরে গেছেন। অন্যজন চিকিৎসা ছুটির (মেডিক্যাল লিভ) আবেদন দিয়ে রেখেছেন। যে কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ মুহূর্তে অন্য কোনো বিদ্যালয় থেকেও কাউকে সংযুক্ত করা যাচ্ছে না।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সুব্রত কুমার বণিক এ বিষয়ে অবগত আছেন জানিয়ে বলেন, বিদ্যালয়টিতে যেন দ্রুত অন্তত একজন শিক্ষক দেওয়া যায় সে প্রক্রিয়া চলছে।